

বোকোর সূর্গ

(ধর্মের সমালোচনায় যাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে, দয়া করে এই প্রবন্ধটি পড়বেন না।)

আকাশ মালিক

You may fool all the people some of the time; you can even fool some of the people all the time; but you can not fool all of the people all the time.

‘সকল মানুষকে কিছু সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায়। কিছু কিছু মানুষকে সকল সময়ের জন্যেও বোকা বানানো যায়, কিন্তু সকল মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায় না’। - আব্রাহাম লিঙ্কন।

ভাঙ, প্রতারণা, মিথ্যাচারী, যাদুকর, পীর-ফকিরদের চালাকি যখন মানুষের কাছে ধরা পড়ে, তখন সে তার অস্তিত্বকে ঢিকিয়ে রাখতে বল প্রয়োগ করে। বল প্রয়োগ করে বার্থ হলে তার ধ্বংস অনিবার্য, সফল হলে সে একজন নবী, পয়গাম্ভর, ঈশরের প্রেরিত পুরুষ বা ভগবান হতে পারে। পৃথিবীতে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত প্রায় সকল ধর্মই এই পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামের নবী মোহাম্মদ (দঃ) যখন নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে ঘোষণা দিলেন, মানুষ তার কথায় সন্দেহ করলো। মোহাম্মদ (দঃ) নিজের নাম না দিয়ে একখানি বই লিখালেন স্থানীয় কিছু সাহিত্যিক লোকের দ্বারা, বল্লেন কথাগুলো আল্লাহ লিখে রেখেছিলেন তার (আল্লাহর) বাসস্থান লাওহে মাহফুজে। **বাল্ তুয়া কোরআনুম মাজিদ। ফি লাওহিম মাহফুজ। বস্তুত এ হচ্ছে সম্মানিত কোরআন। (যা আছে) সুরক্ষিত ফলকে লিখা। (সূরা বুরুজ ২১)** Yet it is a glorious Qur'an, Written on the preserved table. (Sura Buruj 21).

লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে আল্লাহ কি নিজের হাতে লিখেছিলেন? **ফি ছুহুফিম মুকাররামাহ। মারফুআতিম মুতাহহাররাহ----- | 13.** (It is) in Books held (greatly) in honour, **14.** Exalted (in dignity), kept pure and holy, **15.** (Written) by the hands of scribes- **16.** Honourable and Pious and Just. (সূরা আবাসা ১৩,১৪,১৫,১৬) সূত্রাং বুঝা গেলো, লাওহে মাহফুজে বা সুরক্ষিত ফলকে ফেরেস্টাদের পবিত্র হাতে লিখা বইখানি নির্ভুল ও সন্দেহাতীত। প্রশ্ন হলো অতীতে লিখা বইখানি বর্তমান ঘটনার সাক্ষী হয় কি ভাবে? ধরা যাক ২১ আগস্টের ‘প্রথম আলো’ পত্রিকায় খবর বেরুলো- ‘**আজ আওয়ামী লীগের জনসভায় সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় আই, ডি, রহমান সহ অনেক মানুষ নিহত হয়েছেন আর শতশত মানুষ আহত হয়েছেন**’। কেউ যদি দাবী করে, পত্রিকায় খবরের হুবহু ঐ লাইনটি ১০ বৎসর পূর্বে পত্রিকা অফিসে লিখা দেখেছে, কোন অন্ধ লোকও কি বিশ্বাস করবে? এটা কি সম্ভব যে, বদর, ওহুদ, মোতা, খয়বর যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ, অথবা মোহাম্মদের পালক পুত্র যায়েদ জয়নাবকে বিয়ে করবেন, যায়েদ তাকে তালাক দেবেন তারপর মোহাম্মদ জয়নাবকে বিয়ে করবেন, এসবগুলোই পূর্ব পরিকল্পিত এবং লাওহে মাহফুজে লিখা ছিল?

মানুষ দেখলো মোহাম্মদ (দঃ) তাদের পূর্ববর্তি গ্রন্থসমূহের কথা-ই ভিন্নভাবে কবিতার ছন্দে বলছেন। লোকে যখন তাকে প্রশ্ন করতো তিনি কৌশলে প্রসঙ্গ পালটিয়ে, প্রশ্ন এড়িয়ে প্রত্যেকবারই উত্তরের বদলে নিয়ে আসতেন নরকের আজগুবি সব ভয়ঙ্কর কাহিনী ও দেখিয়েছেন সূর্গের সীমাহীন আরাম বিলাস আর অবাদ নারী সম্ভোগের প্রলোভন। আর তুমি যখন তাদেরকে দেখবে আমার বাণীসমূহ নিয়ে নিরর্থক তর্ক করছে, তখন তুমি তাদের থেকে দূরে সরে যাবে যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে মনে পড়ার পরে বসে থেকোনা অনায়াসকারীদের সাথে। (সূরা আল্ আনাম ৬৮)

শয়তান মোহাম্মদকে ভুলাতো না, তিনি নিজেই ভুলে যেতেন। সুরাশক্তি যতই প্রখর হউক, আফটার অল্ রক্ত-মাংসের মানুষতো, শুনা কথা ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। সন্দিহান লোকেরা যখন ধরে ফেল্লো মোহাম্মদ একটি ঘটনা ভিন্ন সময়ে দুইভাবে বলছেন, আল্লাহ্ এসে (আলিবাই) কভার-আপ দিলেন- যে সকল আয়াত আমি মনসুখ করি অথবা ভুলিয়ে দেই, আমি এর পরিবর্তে আরো ভালো অথবা অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। (সূরা বাকারা ১০৬)

একটা আয়াতের চেয়ে আরেকটা আয়াত ভাল হয় কিভাবে? ভুলে যাওয়া আয়াতগুলো কি লিখা হয় নাই? এখন কোথায় আছে? ভুলে যাওয়া আয়াতগুলোও মানুষ লিখে রেখেছিল, উধাও হয়েছে বিশ বৎসর পরে।

প্রশ্নতো অবশ্যই হবে। অবাক হওয়ারই তো কথা। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে একজন নবী পৃথিবীতে ছিলেন বলে তাদের ধর্মগ্রন্থে লিখা আছে, কিন্তু নবী যে কেমন লোক হয়, সূচক্ষে কেউ কোনদিন দেখে নাই। হঠাৎ করে তাদেরই মাঝে একজন বলছেন, তিনি আল্লাহর পেরিত এক অসাধারণ মানুষ, যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেন। মোহাম্মদ বলেন-

এ কি অবাক হওয়ার ব্যাপার যে তাদেরই একজন মানুষকে আমি প্রত্যাদেশ দিয়েছি এই বলে ‘তুমি মানুষকে সতর্ক করো -----’। (সূরা ইউনুস ২)।

বলো, আল্লাহ্ যদি না চাইতেন আমি তোমাদের কাছে এ পাঠ করতাম না আর আল্লাহ্ও তোমাদের কাছে এ পাঠাতেন না। আমি তো তোমাদেরই মাঝে এক জীবন কাটিয়েছি। (সূরা ইউনুস ১০)।

আওয়া আজিবতুম আন-জাকুম জিকরুম মিররাব্বিকুম----- ।

তোমরা কি অবাক হচ্ছে যা তোমাদের কাছে সংবাদ এসেছে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন মানুষের মাধ্যমে? (সূরা আল্ আরাফ ৬৯)।

মানুষের সন্দেহ যুঁচেনা। মোহাম্মদ সূরা আল্ আরাফ এর পরবর্তি আয়াতগুলোতে নিয়ে এলেন, আ’দ, সামুদ, মুসা, ফেরাউন, শোয়াইব, লুত, নুহ সম্প্রদায়ের কাহিনী। প্রমাণ করতে চাইলেন তাকে (মোহাম্মদ কে) নবী বলে না মানলে তাদেরকেও আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন যেমন শাস্তি দিয়েছিলেন ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকগনকে বাড়, তুফান, খরা বজ্রপাত, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প দিয়ে।

হাজার হাজার বছর পরে, আল্লাহ্র মনোনীত দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর পরে কেন আল্লাহ্ এই বইখানি পাঠালেন? এর পূর্বে কষ্ট করে এতোখানি গ্রন্থ লিখে জগতে প্রেরণ করা কি আল্লাহ্র গ্রেইট মিসটেইক ছিলনা? আল্লাহ্ কি এতোই অপরিণামদর্শী দুর্বল শক্তিহীন যে তার লিখা বইগুলোকে মানুষ বিকৃত করলো, অতচ তিনি তা আগে জানতেন না? একটা কপি নষ্ট হয়েছে তো কি হলো, আরেকটা কপি পাঠিয়ে দিলেই তো হতো। নতুন করে আরেকটা বই লিখার কি প্রয়োজন ছিল? সন্দিহান মানুষের প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ (দঃ) বলেন- **জালিকাল কিতা-বু লা- রাইবাফিহ্। এই সেই বই, যে বইয়ে কোন সন্দেহ নেই।** (সূরা বাকারা, প্রথম আয়াত)। পৃথিবীতে সম্ভবত কোরআনই একমাত্র বই যার ভূমিকায় **সন্দেহ** শব্দটি লিখা। যদিও বাক্যটি আল্লাহ্র বাণী হিসেবে মোহাম্মদের মুখ থেকে সর্বপ্রথম বের হয়নি, কোরআনের সর্বপ্রথমে এনে বসিয়েছেন মোহাম্মদের অন্ধ-বিশ্বাসী কয়েকজন লোক তার মৃত্যুর প্রায় বিশ বৎসর পরে। অন্ধভাবে তাকে (মোহাম্মদকে) নবী হিসেবে ও তার কথাগুলোকে ঐশী-বাণী রূপে বিশ্বাস করার জন্যে, পরবর্তি বাক্যেই মোহাম্মদ বলেন- **হুদাল্লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিনদের জন্যে এ একটি পথ-নির্দেশক।** ‘মুত্তাকিন’ কারা? **আল্লাজিনা ইউমিনুনা বিল গায়িব।** যারা বিশ্বাস করে গায়েবের (অদৃশ্য বস্তুর) ওপর। মোহাম্মদ কিছু মানুষকে বোকা বানাতে সক্ষম হলেন। তারা অন্ধভাবে বিশ্বাস করলো, আল্লাহ্, ফেরেশতা, শয়তান, বেহেশ্ত, দোজখ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, তকদির, জীন, পরী, তাবিজ, কবজ, যাদু, মন্ত্র, হুর, গেলেমান, আরশ কুরসী জাতীয় গায়েবী, অদৃশ্য বস্তুর ওপর। ওপরের আয়াতানুযায়ী কোরআন প্রশ্নাতীত, কোরআন সন্দেহাতীত, কোরআন অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষের জন্যে বেহেশ্তের সোপান। এর পরে কোরআনকে বিজ্ঞানের চোখে দেখতে চায় কোন্ বে-আক্কেল? অন্ধ-বিশ্বাস ধর্মের ভিত্তি, পক্ষান্তরে সন্দেহ আর প্রশ্ন বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র । বিজ্ঞান আলো, ধর্ম অন্ধকার। বিজ্ঞানের অপারিসীম সাফল্যতার সামনে ধর্ম এখন ইন্টেন্‌সিভ কেয়ারে লাইফ-সাপোর্ট মেশিনে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। মুক্তমনা, সন্দেহবাদী, দাঙ্কিক বস্তুবাদে, বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, বিজ্ঞান-মনস্কা মানুষের জন্যে কোরআনের প্রথম বাক্যটিতেই নিহীত রয়েছে সর্বশেষ উত্তর। সামনে অগ্রসর হওয়া অর্থহীন। প্রশ্নের দরজা বন্ধ। মোহাম্মদ বলছেন- **তোমরা কি তোমাদের রাসুলকে প্রশ্ন করতে চাও যেমন মুসাকে এর আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল?** (সূরা বাকারা ১০৮)

তবুও বারবার মানুষ কোরআন সম্মুখে প্রশ্ন করেছে। বারবার ভয় ভীতি আর লোভ-প্রলোভন দেখিয়েও সকল মানুষকে বোকা বানাতে না পেয়ে তিজ্র-বিরজ্র মোহাম্মদ অভিশাপ দিতে শুরু করলেন- **ওয়লাকাদ আনজালনা ইলাইকা আয়াতি- -----/ আর নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে নাজিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ, কেবল দুর্বৃত্তরাই তা অবিশ্বাস করে।** (সূরা বাকারা ৯৯)

নিসন্দেহে যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্র বাণী সমূহে তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। (সূরা আল্ ইমরান ৪)

আর যারা আল্লাহ্র বাণী সমূহে মিথ্যারোপ করে তারা নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকারে বোবা-বধির, । (সূরা আল্ আনাম ৩৯)

খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়ালা সাময়িহিম ওয়ালা আবসারিহিম-----
ওয়ালাহুম আজাবুন আজিম। আল্লাহ তাদের (অবিশ্বাসীদের) অন্তর ও কানসমূহ
তালা-বন্ধ করে দিয়েছেন, তাদের চোখ সমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন, আর তাদের
জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা বাকারা ৭)

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দুটো। আর সে ও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ
কোন কাজে আসবে না। তাকে অচীরেই ঠেলে দেওয়া হবে জ্বলন্ত আগুনে। আর
ইস্কান যোগানকারী তার স্ত্রীকেও। তার গলায় থাকবে খেজুর পাতার আঁশের তৈরী
শক্ত বেড়ী। (সূরা লাহাব)

মোহাম্মদ তার দুই কন্যা রোকেয়া ও উম্মে কলসুমকে মূর্তি পূজক আবু
লাহাবের দুই ছেলের সাথে বিয়ে দিলেন কেন? কারণ সকলেরই জানা। আবু
লাহাবের দুই ছেলে, রোকেয়া ও উম্মে কলসুমকে তালাক না দিলে, সূরা লাহাব
কি নাজিল হতো? এ ও কি পূর্ব নির্ধারিত, ফেরেস্তাদের পবিত্র হাতে সু-রক্ষিত
ফলকে লিখানুযায়ী ঘটনা? উল্লেখ্য, নরকের ভয়-ভীতি, সূর্গের লোভ-লালসা,
অভিশাপ-ধিক্কার দিয়ে লিখা সবগুলো সূরাই, মোহাম্মদের মক্কায় থাকাকালীন
সময়ের। সকলকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানানো সম্ভব হলোনা। ভয়ঙ্কর
আজাব-শাস্তির কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত মানুষ জিজ্ঞাসা করলো-সেই দিন কবে
আসবে, যেদিন আল্লাহ পাকড়াবেন, কিয়ামত কতো দূর? মোহাম্মদ বল্লেন-
কিয়ামত আসন্ন। কিয়ামত অতি নিকটে।

মানুষ দিন তারিখ জানতে চায়।

মোহাম্মদ বল্লেন- আমি কি জানি? আমিতো তোমাদেরই মতো মানুষ।

মানুষ বল্লো- আমাদের জন্যে গজব নিয়ে এসো।

মোহাম্মদ বল্লেন- আল্লাহ চতুর্দিকে ঘিরে আছেন। তিনি অতর্কিতে পেছন থেকে
আক্রমণ করেন।

মানুষ বল্লো- তবুও নিয়ে এসো প্রমান সুরূপ।

মোহাম্মদ বল্লেন- তোমরা কি দেখো নাই পূর্বে কতশত জনপদ আল্লাহ ধ্বংস
করেছেন?

তারা বলে আমরা দেখি নাই, আমরা বিশ্বাস করিনা।

মোহাম্মদ বল্লেন- আমি যতদিন তোমাদের মাঝে আছি, ততদিন আল্লাহর গজব
আসবে না।

আল্লাহর আজাব, গজব, মর্মন্তদ শাস্তি, কেমন হয়, কেয়ামত কাকে বলে দেখানোর
জন্যে ১০ বৎসর পর মোহাম্মদ ঢাল-তলোয়ার, বর্শা, তীর-ধনুক নিয়ে মদীনায়
নিজেই কেয়ামত হয়ে নাজিল হন।

মোহাম্মদ তার মনের গোপন বাসনা, ইসলাম প্রচারের নীল-নকশা একজন মানুষ
ছাড়া জগতের কারো কাছে কোনদিন প্রকাশ করেন নি। একজন মানুষ জানতেন,
তিনি মোহাম্মদের চাচা আবু-তালিব।

চলবে-